বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ-০৪

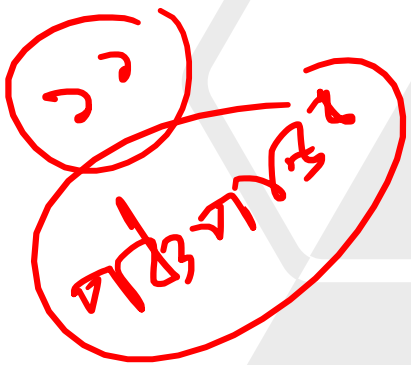

তানহি খান তানহা

পঞ্চপাণ্ডব

ত্রিশের দশকের বিশিষ্ট ৫ জন কবি রবীন্দ্র প্রভাবের বাইরে গিয়ে **বাংলা** ভাষায় আধুনিক কবিতা সৃষ্টি করেছিলেন। তাদের ৫ জনকে **বাংলা সাহিত্যে পঞ্চপাণ্ডব** বলা হয়।

পঞ্চপাণ্ডব

অবুজ বিসু

১.অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১-৮৭)

২.বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-৭৪)

৩.জীবনান্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪)

৪.বিষ্ণু দে (১৯০৯-৮২)

৫.সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-৬০)

কল্লোল গোষ্ঠীর লেখক

এদের উত্থান ঘটেছিল ১৯২৩ সালে দীনেশচন্দ্র সেনের কল্লোল পত্রিকা ঘিরে। তাই এদেরকে কল্লোল গোষ্ঠীর লেখক বলা হয়।

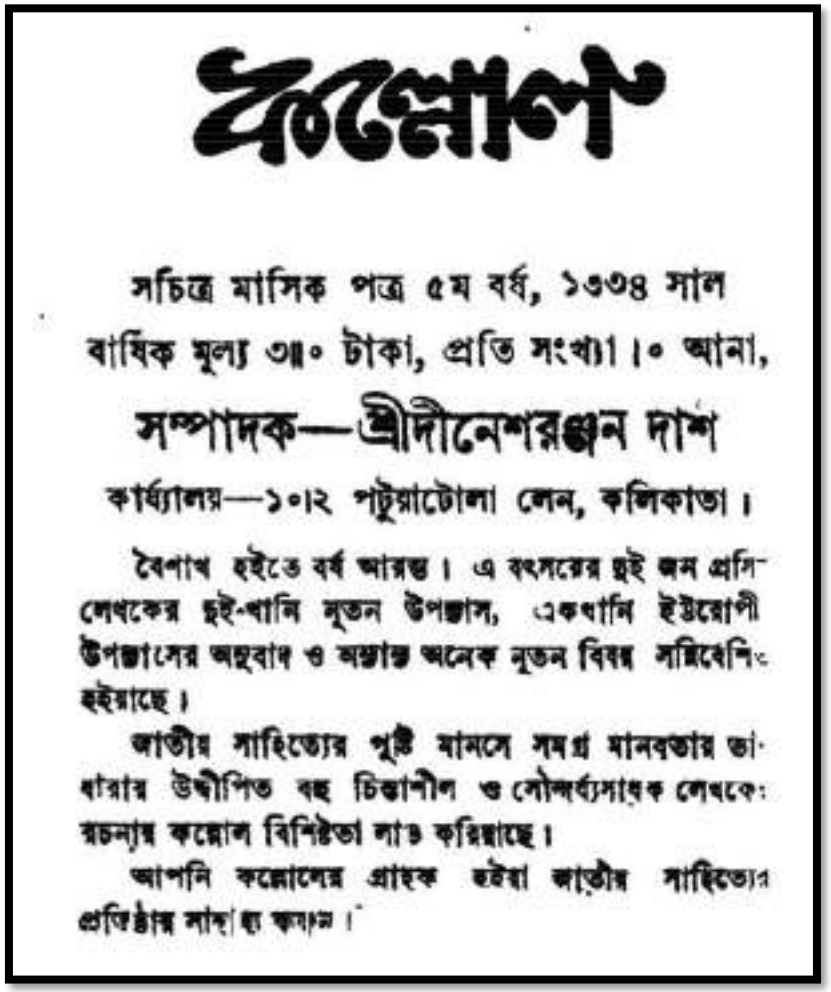

কল্লোল

সচিত্র মাসিক পত্র ৫ম বর্ষ, ১৩৩৪ সাল
বার্ষিক মূল্য ৩৷৷০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ।০ আনা,

সম্পাদক—শ্রীদীনেশরঞ্জন দাশ

কার্য্যালয়—১০।২ পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা।

বৈশাখ হইতে বর্ষ আরম্ভ। এ বৎসরের দুই জন প্রসি লেখকের দুই-খানি নূতন উপন্যাস, একখানি ইউরোপী উপন্যাসের অনুবাদ ও অন্যান্য অনেক নূতন বিষয় সন্নিবেশি হইয়াছে।

জাতীয় সাহিত্যের পুষ্টি মানসে সমগ্র মানবতার ভা ধারায় উদ্দীপিত বহু চিন্তাশীল ও সৌন্দর্য্যসাধক লেখকে রচনায় কল্লোল বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে।

আপনি কল্লোলের গ্রাহক হইয়া জাতীয় সাহিত্যের প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করুন।

জীবনানন্দ দাশ

তিনি ১৮৯৯ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি বরিশালে জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁদের আদি নিবাস ছিল বিক্রমপুরের গাওপাড়া গ্রামে।

জীবনানন্দ দাশ

মৃত্যু: ১৯৫৪, ২২ অক্টোবর, ট্রাম দুর্ঘটনায় কলকাতার শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে মারা যান। সমাধি : কলকাতা ।

রবীন্দ্র পরবর্তী যুগে বাংলা সাহিত্যে যার কবিতা সবচেয়ে বেশি সমাদৃত, অনুসৃত তিনি জীবনানন্দ দাশ। তাঁর কবিতায় উঠে এসেছে প্রেম, নারী, রোমান্টিকতা, ভালোবাসা, দেশাত্মবোধ। তবে সবকিছু ছাপিয়ে তাঁর কবিতায় ঘুরে-ফিরে বারবারই মৃত্যুর বিষয়টি উঠে এসেছে। উঠে এসেছে বারবার এই বাংলায় ফিরে আসার তুমুল আকুতি।

কবি 'ঝরা ফসলের গান'-এ লিখেছেন:

'পাই নাই কিছু, ঝরা ফসলের বিদায়ের গান তাই

গেয়ে যাই আমি, মরণেরে ঘিরে এ মোর সপ্তপদী।'

জীবনানন্দ দাশ

তাঁর পিতা সত্যানন্দ দাশ ছিলেন স্কুলশিক্ষক ও সমাজসেবক। তিনি ব্রহ্মবাদী পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন।

মাতা কুসুমকুমারী দাশ ছিলেন একজন কবি।

স্ত্রী : লাবণ্য গুপ্ত

ছদ্মনাম : শ্রীং, কালপুরুষ ।

পারিবারিক পদবি : দাশগুপ্ত ।

জীবনানন্দ দাশ

তিনি রবীন্দ্র পরবর্তী যুগের আধুনিক কবি। যার কবিতায় রয়েছে শুধুই মুগ্ধতা। তাঁর নামের সঙ্গে ‘আনন্দ’ শব্দটি জড়িত থাকলেও বাস্তবিক জীবন ছিল নিরাশাপূর্ণ।

তাঁর কবিতা বর্তমান কবিদের প্রভাবিত করলেও জীবদ্দশায় তিনি তা দেখে যেতে পারেননি। তিনি পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছেন মৃত্যুর পর।

চিত্ররূপময় কবিতা

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতাকে 'চিত্ররূপময় কবিতা' বলেছেন

বুদ্ধদেব বসু কবিকে 'নির্জনতম কবি' বলেছেন ।

'শুদ্ধতম কবি' উপাধি দিয়েছেন অন্নদা শঙ্কর রায়।

(এই নামে বই লিখেছেন আবদুল মান্নান সৈয়দ)

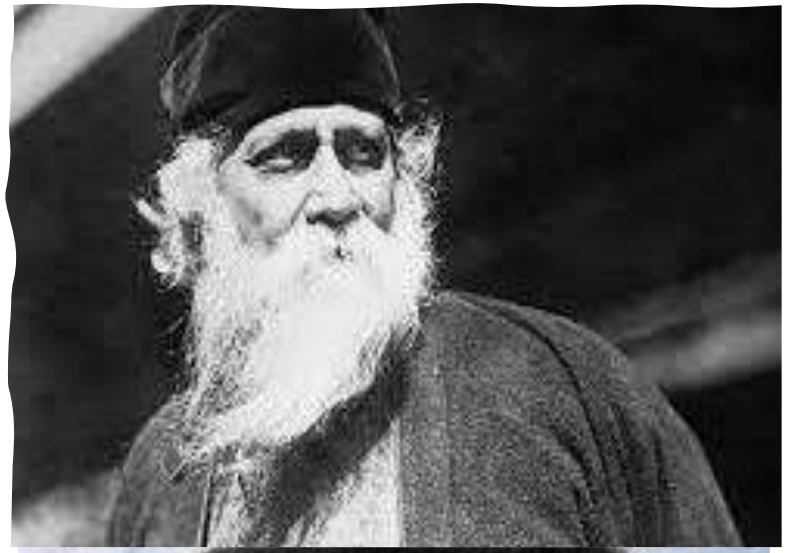

শুদ্ধতম কবি

তিনি 'দৈনিক স্বরাজ' পত্রিকার সাহিত্য সম্পাদক ছিলেন।

তাঁর অন্য নাম : নিলু।

জীবনানন্দ দাশকে নিয়ে আব্দুল মান্নান সৈয়দের লেখা গ্রন্থ 'শুদ্ধতম কবি ।

'শুদ্ধতম কবি' উপাধি দিয়েছেন : অন্নদা শঙ্কর রায় ।

ক্লিনটন বি সিলি

বিদেশি গবেষক 'ক্লিনটন বি সিলি' তাঁকে নিয়ে গবেষণা করেন ।

এডগার এলেন পোর 'টু হেলেন' অবলম্বনে 'বনলতা সেন' কবিতা রচনা করেন।

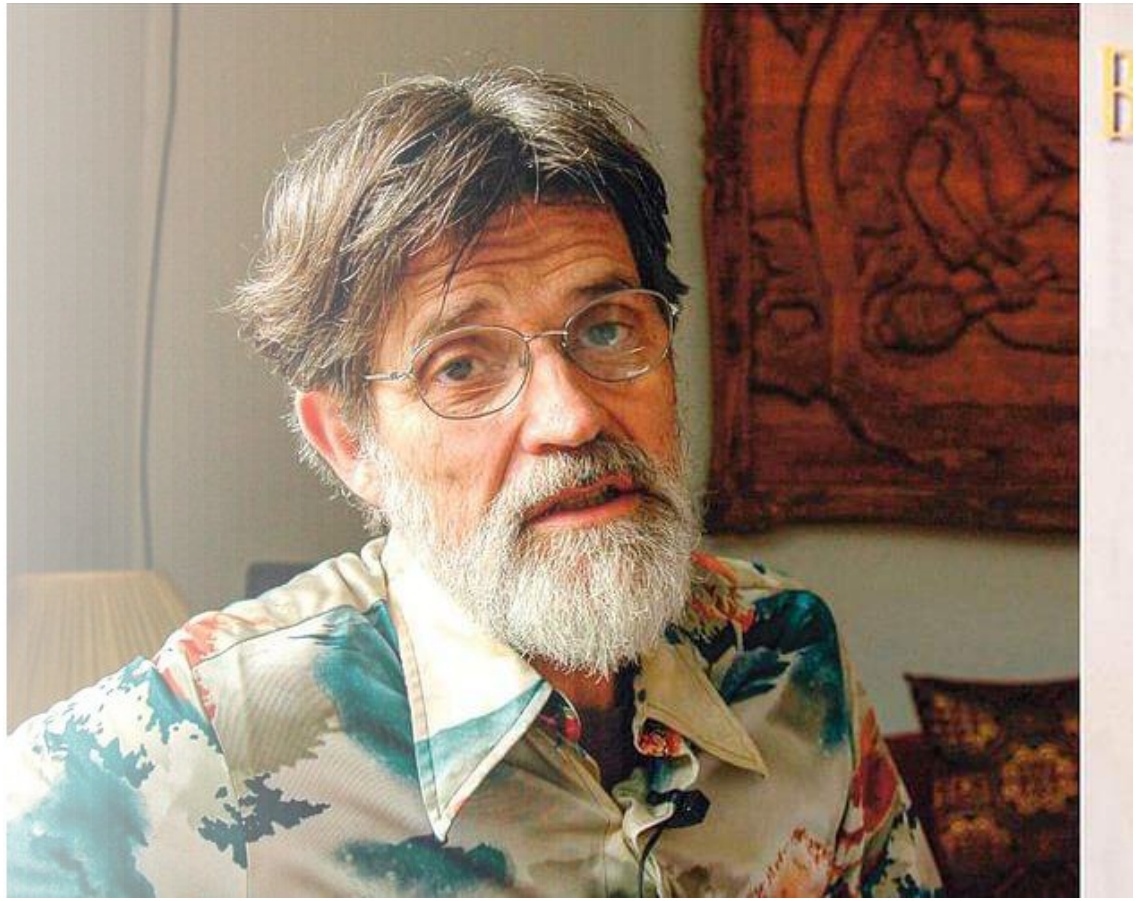

উপাধি

রূনি ধূতি পরে

রূপসী বাংলার কবি,

নির্জনতার কবি,

ধূসর কবি,

তিমির হননের কবি,

শুদ্ধতম কবি,

পরাবাস্তববাদ কবি।

বর্ষা আহবান

প্রথম কবিতা ‘বর্ষা আহবান’ ১৯১৯ সালে প্রকাশিত হয়।

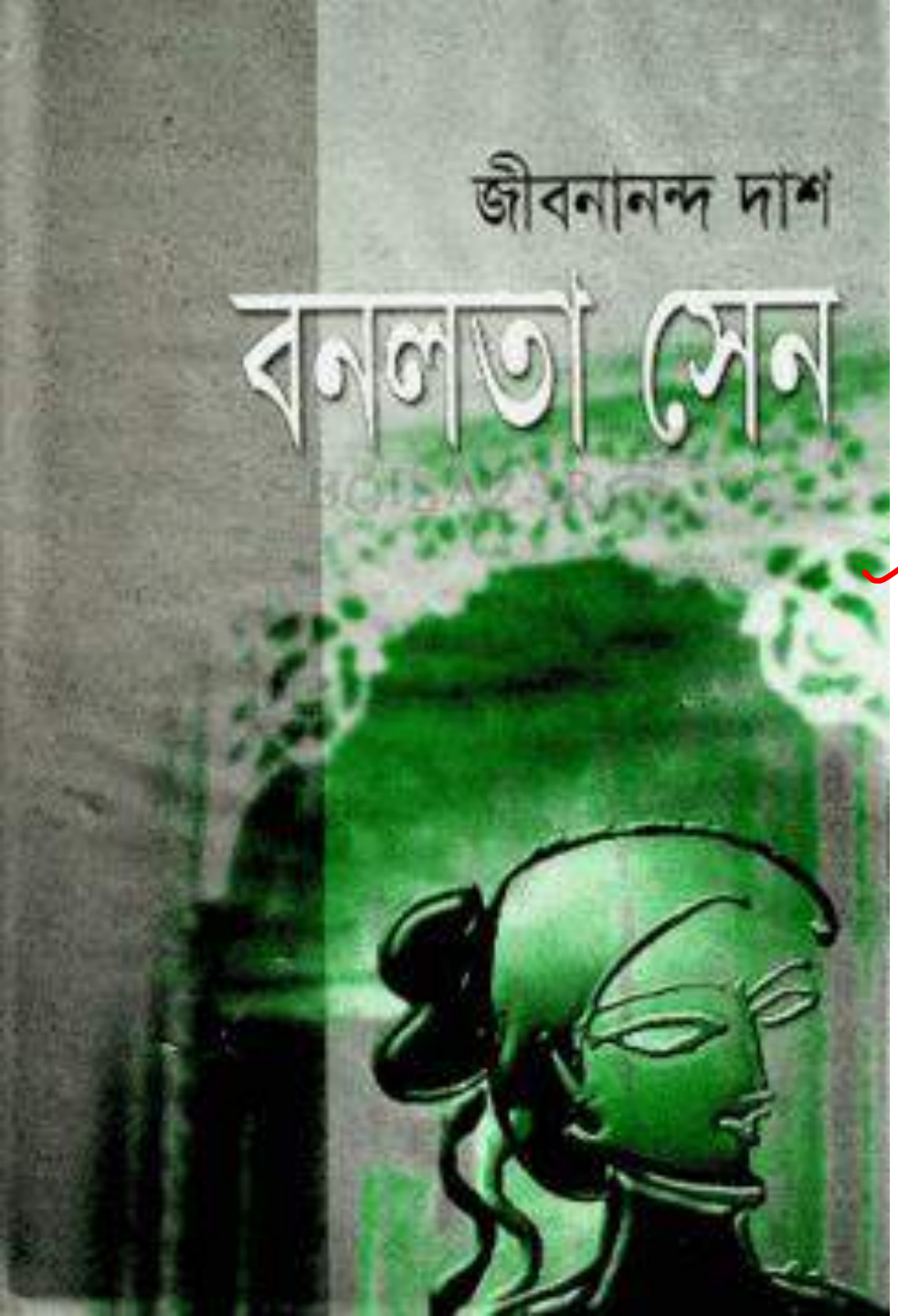

কাব্যগ্রন্থ: ৭টি

- বনলতা সেন(শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ)
- মহাপৃথিবী
- রূপসী বাংলা
- সাতটি তারার তিমির
- বেলা অবেলা কালবেলা
- ঝরা পালক (১ম কাব্যগ্রন্থ)
- ধূসর পান্ডুলিপি

ঝরাপালক(১৯২৮)

- এটি তাঁর প্রথম কাব্য। এ কাব্য রচনায় তিনি রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে অনুকরণ করেছেন। এ কাব্যের মাধ্যমে নামের শেষে দাশগুপ্ত এর পরিবর্তে দাশ ব্যবহার করেন।

ধূসর পাণ্ডুলিপি

- এ কাব্যের বিখ্যাত কবিতা 'মৃত্যুর আগে'। এটি বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা' সাহিত্য পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় ছাপা হয়।

- এ কবিতাটি পাঠ করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বুদ্ধদেব বসুকে লেখা এক চিঠিতে **'চিত্ররূপময়'** বলে মন্তব্য করেন।

বনলতা সেন (১৯৪২)

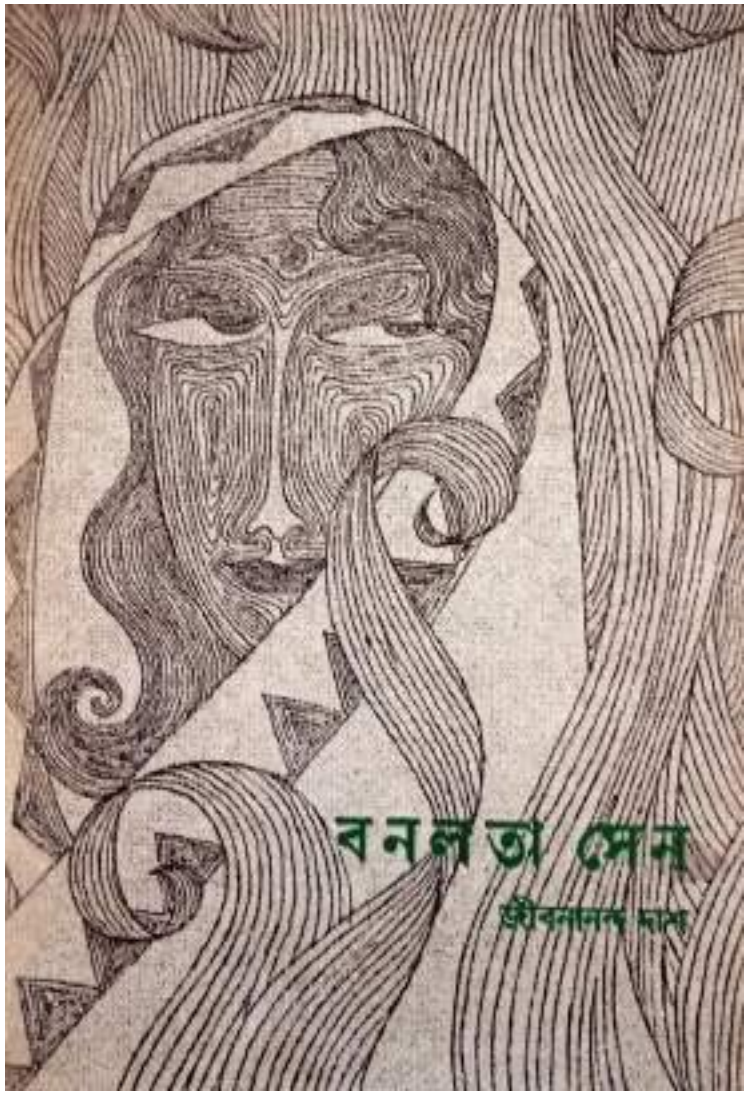

- ৩০টি কবিতার সমন্বয়ে রচিত এ কাব্য। ভারতীয় পুরাণের অন্তর্ভুক্ত বিষয় যেমন বিদিশা, শ্রাবস্তী উঠে এসেছে, তেমনি বেতের ফলের মতো বা পাখির নীড়ের মতো চোখ ইত্যাদি উপমাগুলোর সার্থক প্রয়োগ ঘটিয়েছেন এ কাব্যে।
- প্রেম ও প্রকৃতি, খণ্ড জীবন ও হতাশা, ক্লান্তি ও অবসাদ, ইতিহাসের বিশাল অনুভূতি ও বর্তমানের ছিন্নভিন্ন অস্তিত্ব, সব কিছুর সমাহার ঘটিয়েছেন তিনি এ কাব্যে।
- **এ কাব্যের 'বনলতা সেন' কবিতাটি তিনি এডগার এলেন পোর 'টু হেলেন' কবিতার অনুকরণে রচনা করেন।**

রূপসী বাংলা

- কবির মৃত্যুর পর এ কাব্যের পূর্ণাঙ্গ পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হয়। তিনি এর প্রচ্ছদে নাম রেখেছিলেন 'বাংলার ত্রস্ত নীলিমা'।
- কিন্তু প্রকাশের সময় এর নামকরণ করা হয় 'রূপসী বাংলা"। এ কাব্যের বিষয় বাংলার গ্রাম, প্রকৃতি, নদী-নালা, পশু-পাখি, উৎসব ও অনুষ্ঠান।
- এটি তাঁর স্বদেশপ্রীতি ও নিসর্গময়তার পরিচায়ক কাব্য।

উপন্যাস

- ১. মাল্যবান(১৯৭৩)
- ২. সতীর্থ(১৯৭৪)
- ৩. কল্যাণী(১৯৯৯) সর্বশেষ প্রকাশিত গ্রন্থ

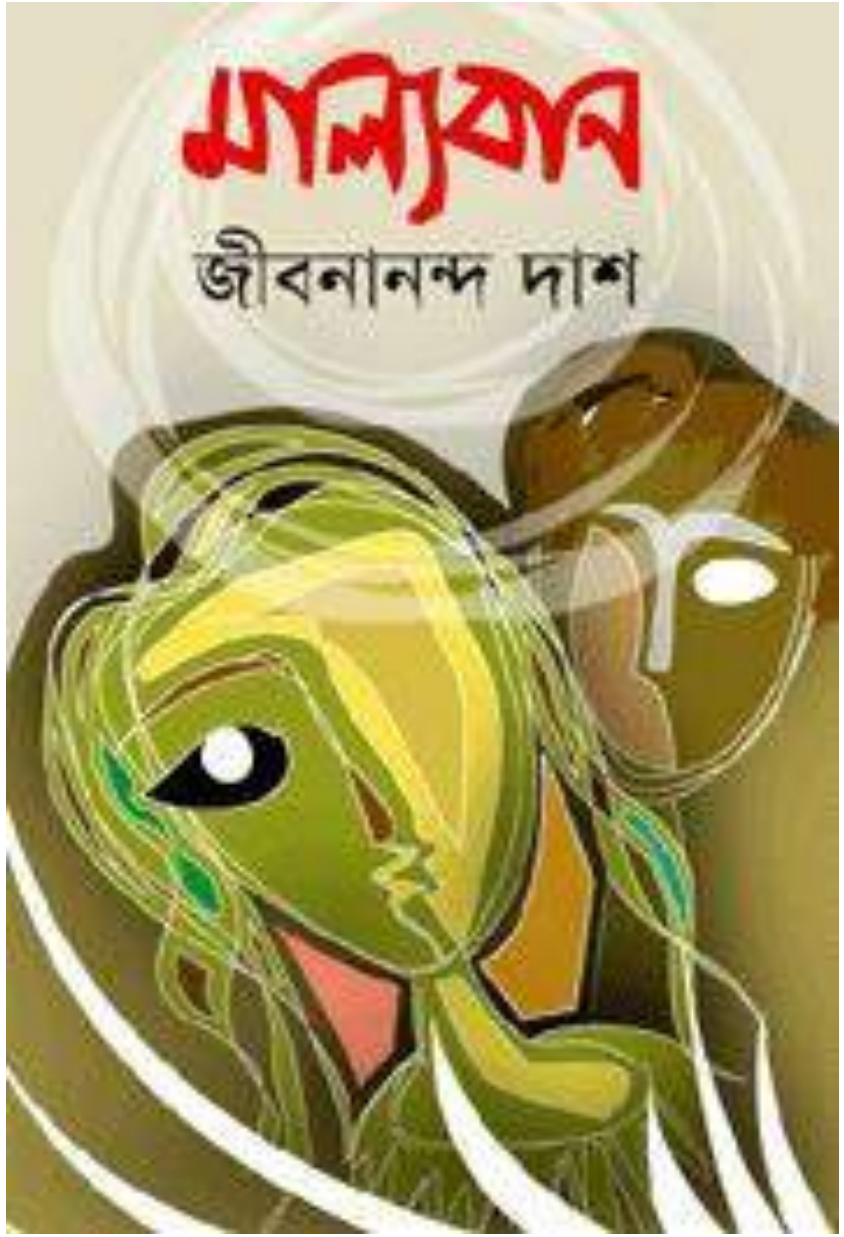

মাল্যবান

উপন্যাসটি কবির মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। দাম্পত্য জীবনের নিষ্ঠুর কাহিনী, সম্পর্কের জটিলতা, পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতাবোধের এক নিষ্ঠুর উপাখ্যানকে ঘিরে এ উপন্যাস রচিত।

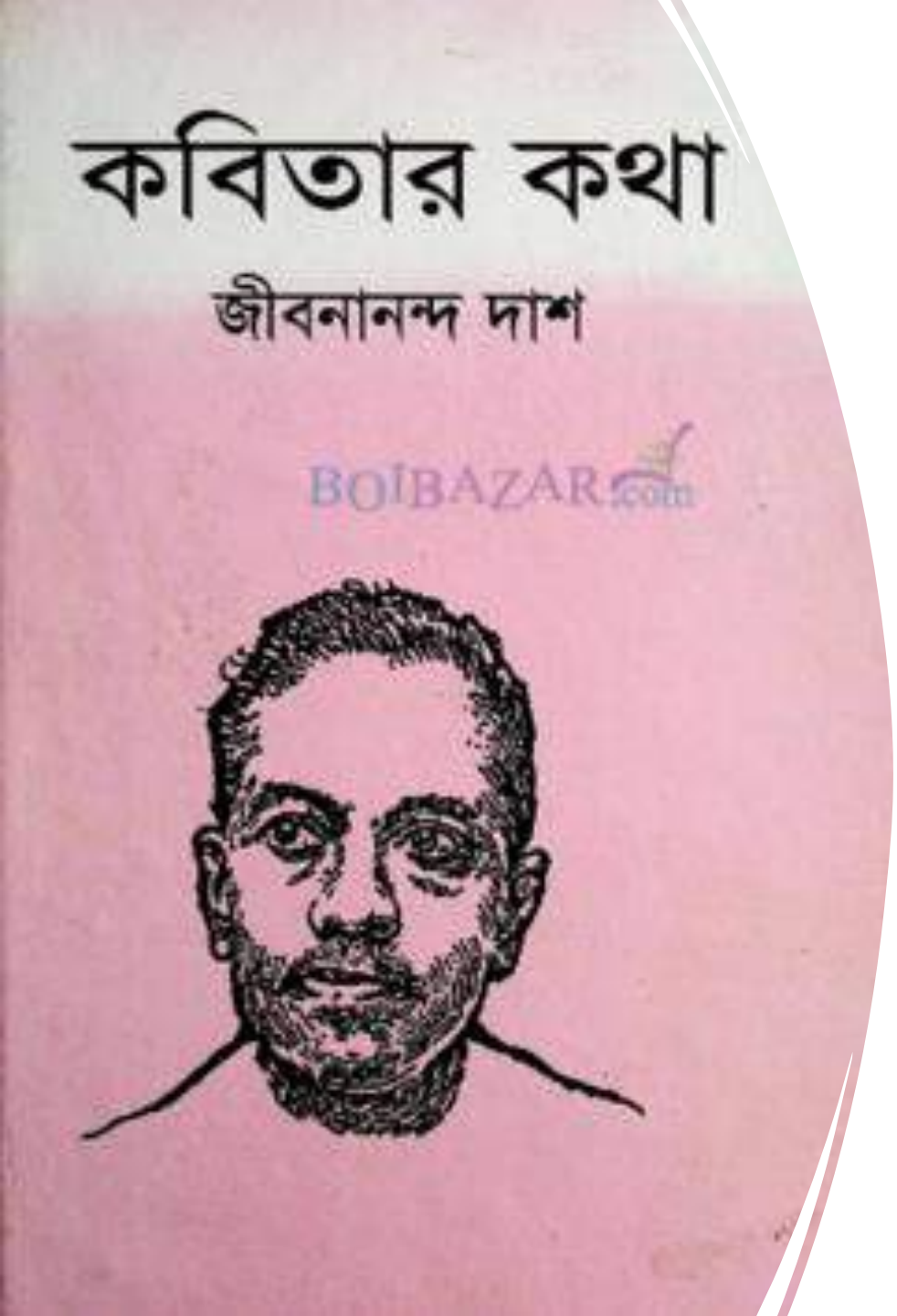

প্রবন্ধ: কবিতার কথা (১৯৫৬)

এ গ্রন্থে বিখ্যাত উক্তি - সকলেই কবি নন, কেউ কেউ কবি

‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’

১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’ গ্রন্থটি সাহিত্য আকাদেমী পুরস্কার লাভ করেন।

চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুতে তিনি ‘দেশবন্ধুর প্রয়াণে’(১৯২৫) কবিতা লিখেছেন।

গুরুত্বপূর্ণ পঙক্তি

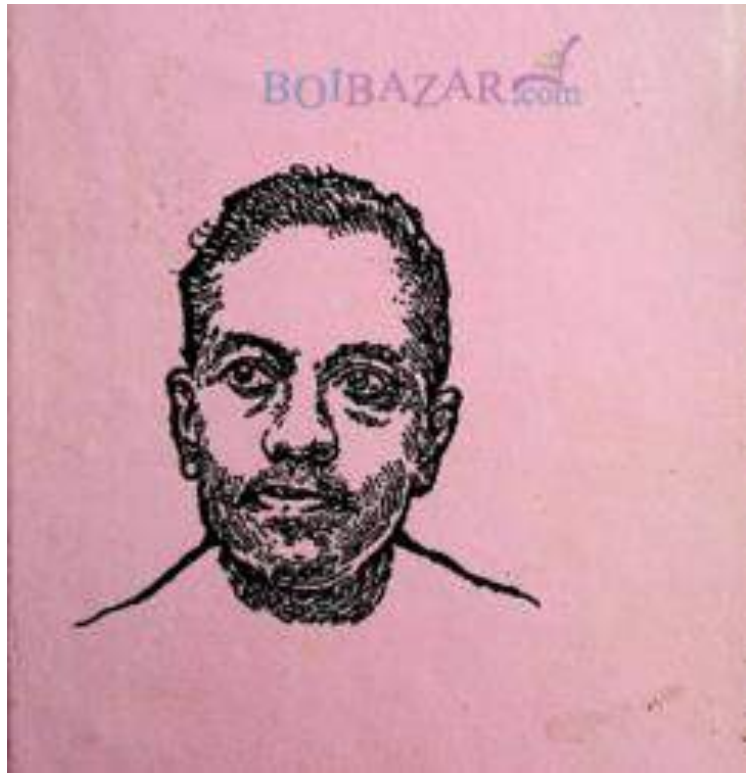

১)হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে (বনলতা সেন) ।

২)আবার বছর কুড়ি পরে তার সাথে দেখা হয় যদি (কুড়ি বছর পর) ।

৩)বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর ।

৪)পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন । (বনলতা সেন) ।

৫)চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা (বনলতা সেন) ।

৬)সকলেই কবি নন, কেউ কেউ কবি । (কবিতার কথা) ।

৭) সুরঞ্জনা, অইখানে যেয়ো নাকো তুমি (আকাশলীনা) ।

৮)শোনা-গেল লাশকাটা ঘরে নিয়ে গেছে তারে (আট বছর আগের একদিন) ।

৯) আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে- এই বাংলায় (আবার আসিব ফিরে) । ধানসিঁড়ি নদী বরিশালে ।

১০) তোমার যেখানে সাধ চলে যাও-আমি এই বাংলার পারে রয়ে যাব (তোমার যেখানে সাধ) ।

১১) সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতো সন্ধ্যা আসে (বনলতা সেন) ।

১২) আবার তাহারে কেন ডেকে আন? কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে! (হায় চিল) ।

১৩) হায় চিল, সোনালি ডানার চিল (হায় চিল) ।

১৪) “মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব থেকে যায়’ -কে রচনা করেন এই কাব্যখানি? (মানুষের মৃত্যু হ'লে)

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

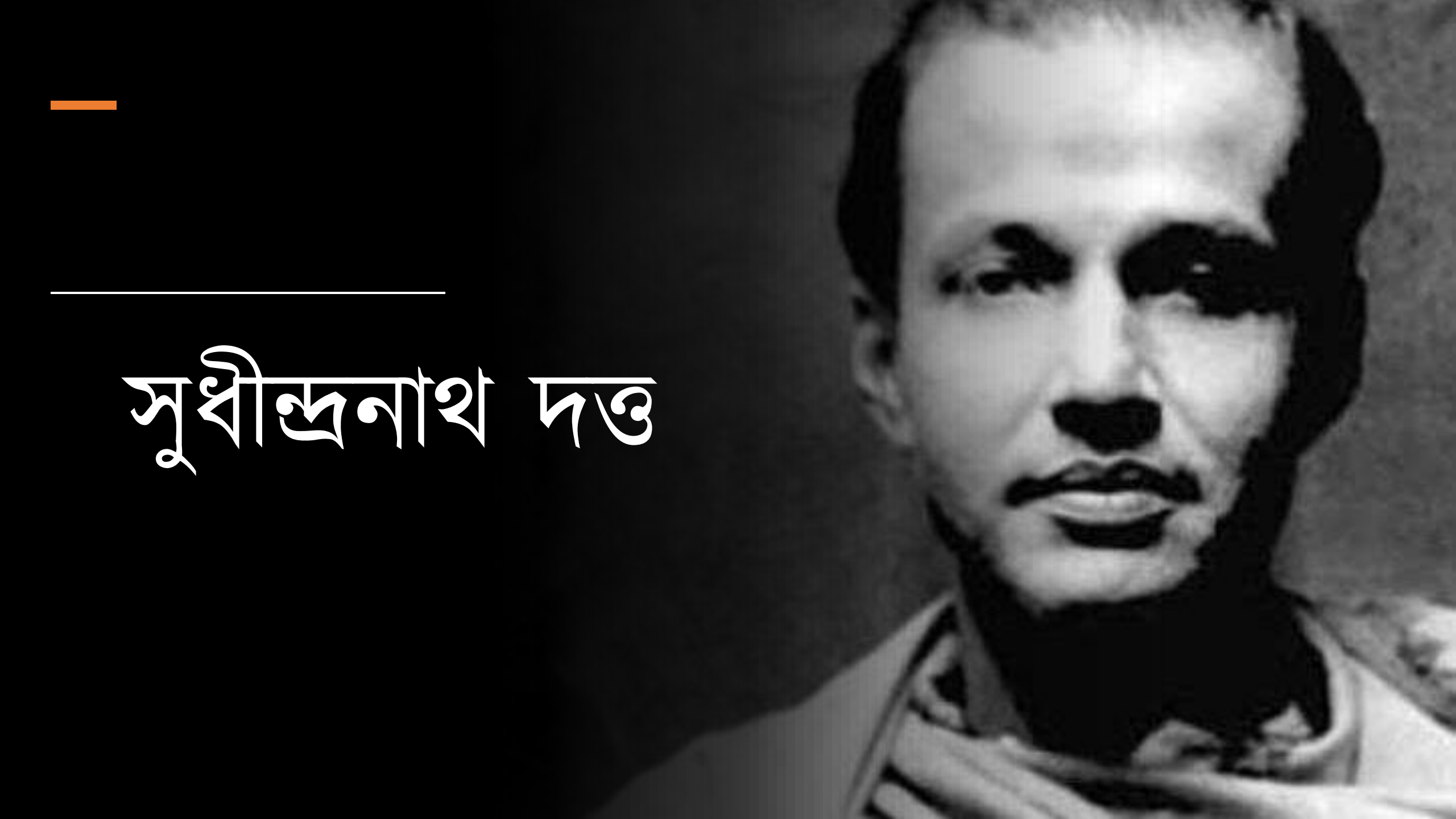

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

- বিংশ শতকের ত্রিশ দশকের যে কয়েকজন কবি বাংলা কবিতায় রবীন্দ্র প্রভাব কাটিয়ে আধুনিকতার সূচনা ঘটান তাদের মধ্যে সুধীন্দ্রনাথ অন্যতম।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

- তাঁকে বাংলা কবিতায় 'ধ্রুপদী রীতির প্রবর্তক' বলা হয় ।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

- জীবনানন্দ দাশ বলেছিলেন, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত আধুনিক বাংলা কাব্যের সবচেয়ে বেশী **নিরাশাকরোজ্জ্বল চেতনা**।
- সর্বব্যাপী নাস্তিকতা, দার্শনিক চিন্তা, সামাজিক হতাশা এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবাদ তাঁর কবিতার ভিত্তিভূমি।
- ত্রিশের অন্যান্য কবিরা অবিশ্বাসী হলেও সুধীন্দ্রনাথ দত্তই ঈশ্বরকে সরাসরি প্রত্যাখান করেছেন বলে হুমায়ুন আজাদ মনে করেন।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

তাঁকে বঙ্গদেশে আধুনিক কবিতার প্রধান প্রবক্তা বলা হয়। তিনি ক্ল্যাসিক কবি হিসেবে পরিচিত ।

সুধীন্দ্রনাথ

তন্বী ✓

অর্কেষ্ট্রা ✓

ক্রন্দসী

উত্তর ফাল্গুনী

সংবর্ত

দশমী

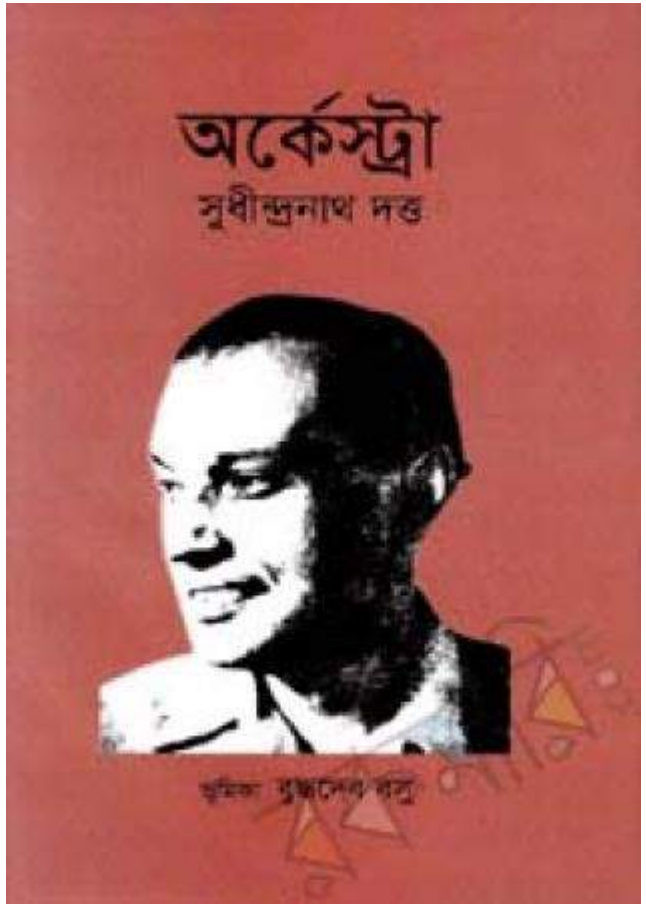

তন্বী

- প্রথম কাব্যগ্রন্থ- তন্বী (১৯৩০)
- উৎসর্গ করেন : রবীন্দ্রনাথকে ।
- তিনি লিখেছেন : ‘রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্রীচরণে অর্ঘ্য । ঋণশোধের জন্য নয়, ঋণ স্বীকারের জন্য

উপন্যাস লিখেননি

সুধীন্দ্রনাথ পঙক্তি

- অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে!

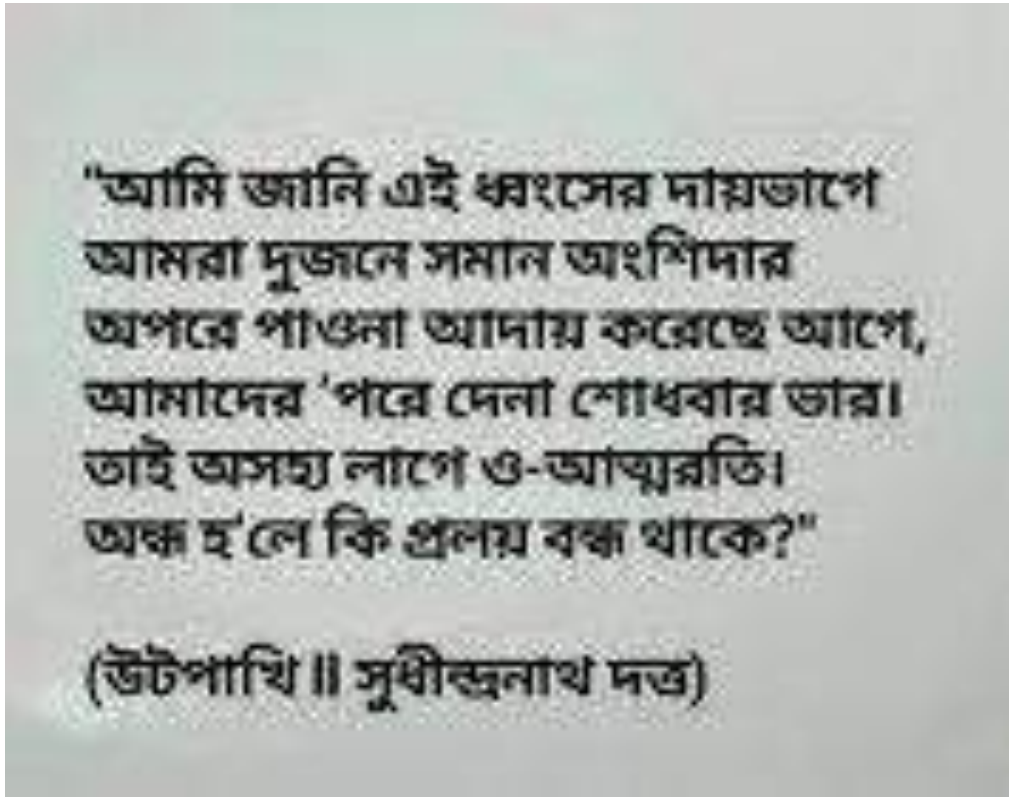

সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ অমিয় চক্রবর্তী

জন্মঃ ১০ এপ্রিল ১৯০১ ইং

মৃত্যুঃ ১২ জুন ১৯৮৬ ইং

অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১-৮৭)

অমিয় চক্রবর্তী ১৯০১ সালের ১০ এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গের হুগলিজেলার শ্রীরামপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।তাঁর পিতার নাম দ্বিজেশচন্দ্র ঠাকুর।

তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যাক্তিগত সচিব ছিলেন।

পেশায় তিনি ছিলেন অধ্যাপক।কাব্যের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন রবীন্দ্র প্রভাবিত বলয়ের বাইরে। অমিয় চক্রবর্তী ১৯৬০ সালে 'ইউনেস্কো পুরস্কার' এবং ১৯৭০ সালে ভারত সরকার কতৃর্ক 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত হন। তিনি ১৯৮৬ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্য

- কাব্যগ্রন্থ: খসড়া, এক মুঠো, মাটির দেয়াল, অভিজ্ঞান বসন্ত, অনিঃশেষ, পালাবদল, পারাপার, ঘরে ফেরার দিন, পুষ্পিত ইমেজ।

অমিয় চক্রবর্তী

তাঁর বিখ্যাত কবিতা ‘বাংলাদেশ’

অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত কবিতাটি

‘অনিঃশেষ’ কাব্যের অর্ন্তগত।

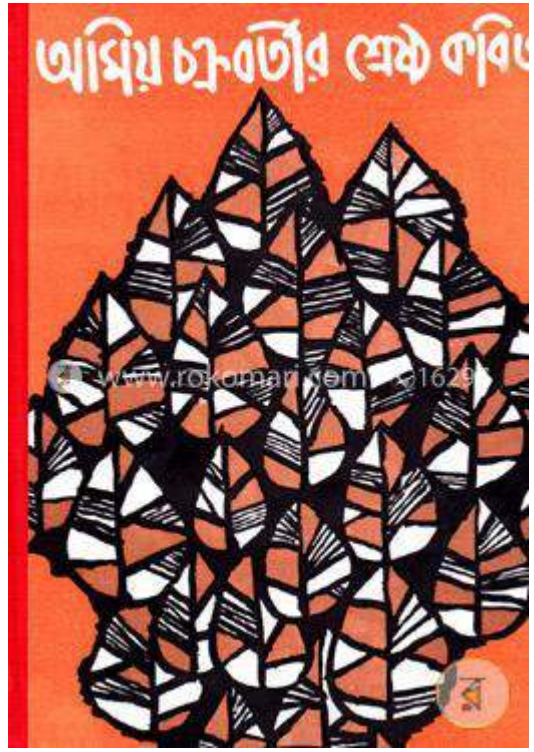

বুদ্ধদেব বসু

বুদ্ধদেব বসু (সব্যসাচী লেখক) ১৯০৮- ১৯৭৮

কুমিল্লায় জন্মগ্রহণ

সব্যসাচী লেখক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের ছাত্র ছিলেন।

ছাত্র থাকা অবস্থায় তিনি 'বাসন্তিকা' পত্রিকার সাথে যুক্ত ছিলেন।

'প্রগতি ও 'কবিতা' পত্রিকার সম্পাদনা করেন।

কাব্যগ্রন্থ

বন্দীর বন্দনা

কঙ্কাবতী (কঙ্কাবতী নামে উপন্যাসটি অন্নদাশঙ্কর রায়ের),

যে আধাঁর আলোর অধিক,

স্বাগত বিদায়, মর্মবানী, দময়ন্তী, মরচেপড়া পেরেকের গান,

একদিন চির দিন।

কাব্যনাট্য

- তপস্বী ও তরঙ্গিণী
- কলকাতার ইলেকট্রা
- সত্যসন্ধ

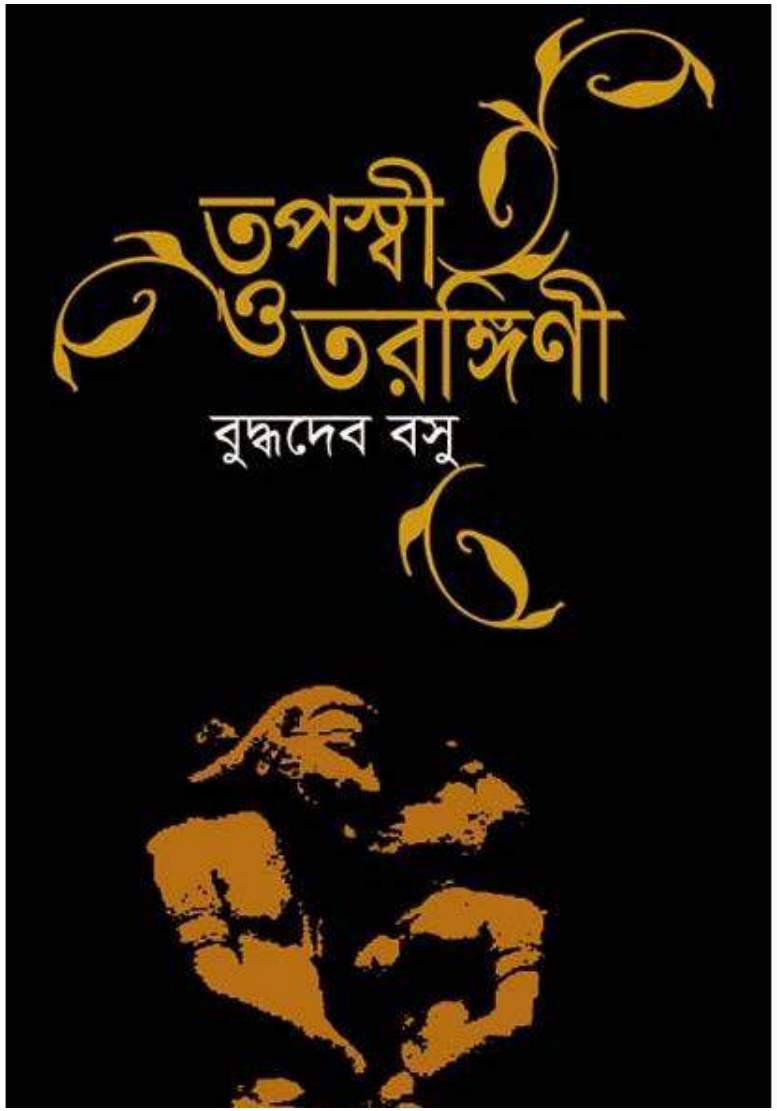

উপন্যাস

নির্জর স্বাক্ষর,

জঙ্গম,

তিথিডোর,

সানন্দা, পরিক্রমা, কালো হাওয়া,

নীলাঞ্জনের খাতা।

গল্প গ্রন্থ

- অভিনয়,
- অভিনয় নয়,
- রেখাচিত্র,
- হাওয়া বদল।

প্রবন্ধ

- হঠাৎ আলোর ঝলকানি,
- কালের পুতুল।

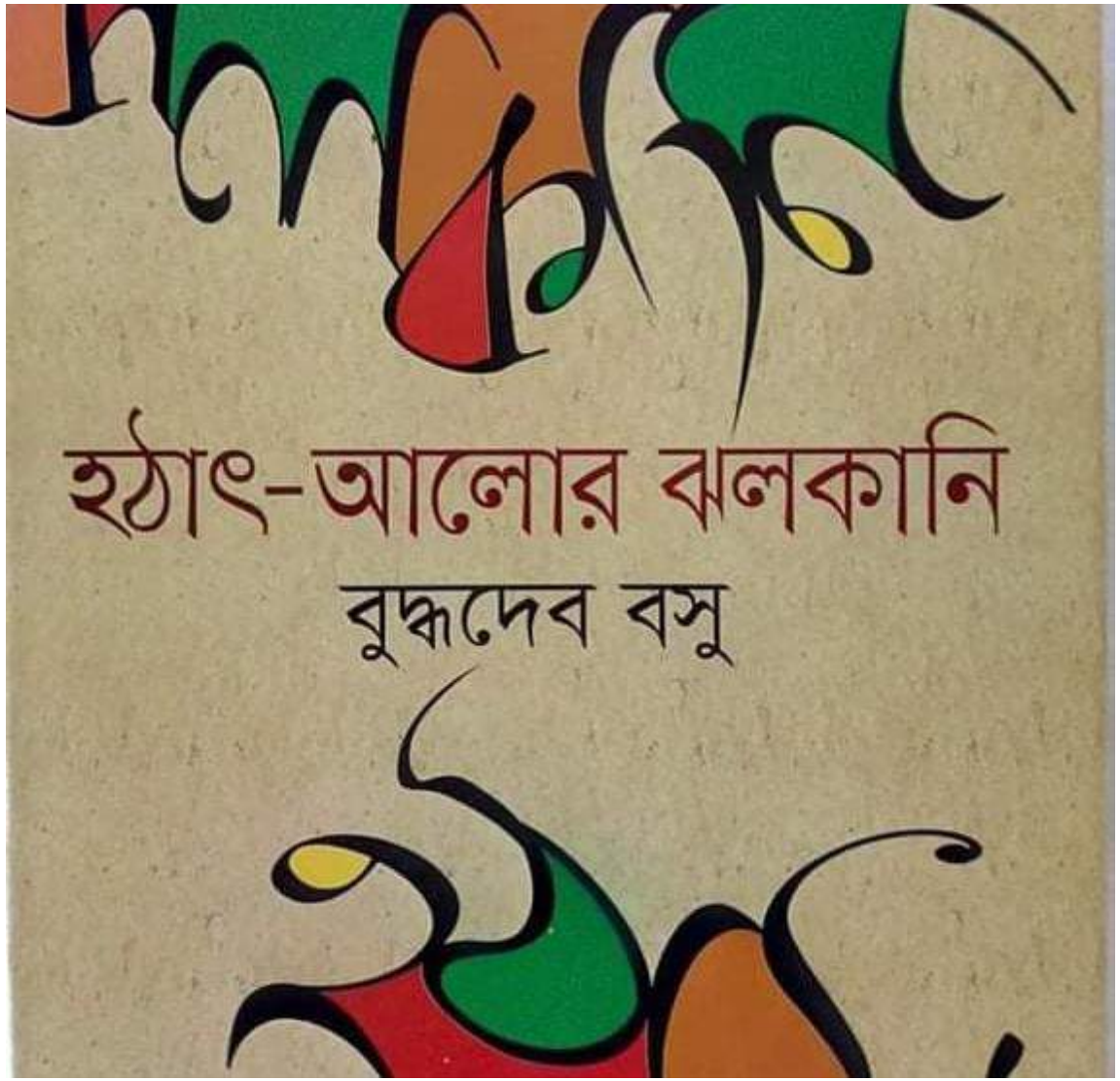

সম্পাদক

১) কবিতা (১৯৩৫, প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে)

২) প্রগতি (১৯২৭, অজিত দত্তের সঙ্গে । সচিত্র মাসিক পত্রিকা ঢাকা থেকে

৩) চতুরঙ্গ (হুমায়ুন কবিরের সঙ্গে)

জগন্নাথ হলের ছাত্রাবস্থায় : 'বাসন্তিকা' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ।

বিষ্ণু দে

বিষ্ণু দে ১৯০৯- ১৯৮২

মার্কসবাদী কবি হিসেবে পরিচিত

সম্পাদিত পত্রিকা: নিরুক্ত, সাহিত্য পত্র

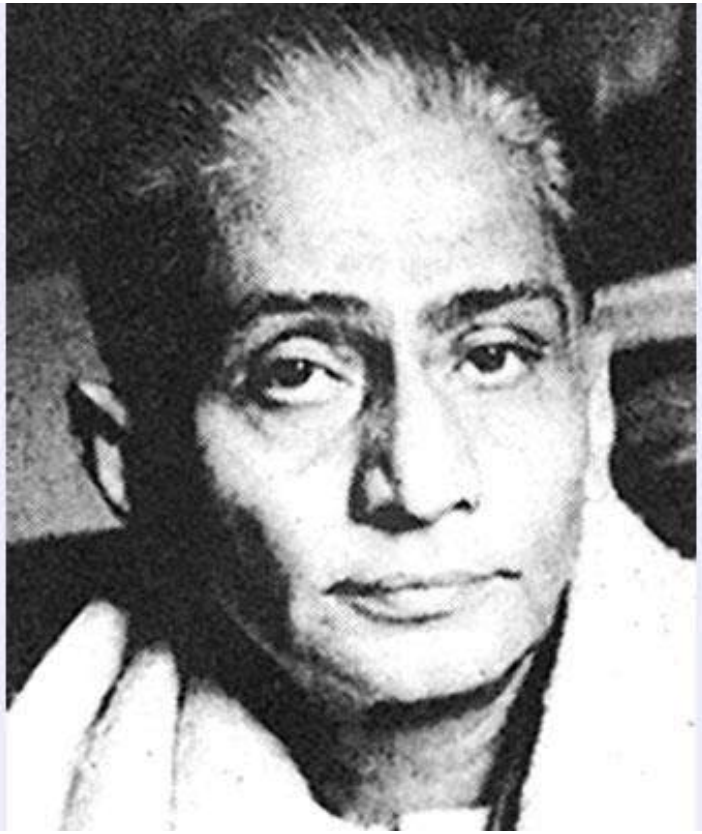

কাব্যগ্রন্থ

- উর্বশী ও আর্টেমিস (১৯৩২)
- চোরাবালি (১৯৩৮)
- পূর্বলেখ (১৯৪০)
- রুচি ও প্রগতি (১৯৪৬)
- সাহিত্যের ভবিষ্যৎ (১৯৫২)
- সন্দীপের চর (১৯৪৭)
- নাম রেখেছি কোমল গান্ধার (১৯৫০)
- তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ (১৯৫৮)

আধুনিক যুগ-২০

জন সাহিত্যিক

তানহি খান তানহা

গুরুত্বপূর্ণ ২০ জন কবি সাহিত্যিক

- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
- বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
- তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
- আখতারুজ্জামান ইলিয়াস
- ড.আলাউদ্দিন আল আজাদ
- আহমদ শরীফ
- জহির রায়হান
- প্রমথ চৌধুরী
- প্যারীচাঁদ মিত্র
- বিহারীলাল চক্রবর্তী
- মুনীর চৌধুরী
- মোতাহের হোসেন চৌধুরী
- শওকত ওসমান
- শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
- শহীদুল্লা কায়সার
- শামসুর রাহমান
- সৈয়দ ওয়ালীউলাহ
- সৈয়দ শামসুল হক
- হুমায়ূন আজাদ
- হাসান আজিজুল হক

এছাড়াও যাদের নিয়ে পড়তে হবে

আহমদ ছফা

হুমায়ুন আজাদ

আহমদ শরীফ

বদরুদ্দীন ওমর

আবদুল্লাহ আল মামুন

জাহানারা ইমাম

শাহরিয়ার কবির

নির্মলেন্দু গুণ

আবুল ফজল

সেলিম আল দীন

ইশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

শওকত আলী

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

- **জন্ম:** ১৮১২ খ্রিষ্টাব্দ, শিয়ালডাঙ্গা, কাঁচড়াপাড়া, চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ।
- **মৃত্যু :** ১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দে।

- তিনি আধুনিক যুগের প্রথম কবি।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

তিনি গুপ্ত কবি নামে পরিচিত । তিনি আধুনিক যুগের প্রথম কবি। তাঁকে যুগসন্ধিক্ষণের কবি বলা হয় ।

যুগসন্ধিকাল (১৭৬০ থেকে ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দ)।

রঙ্গ রসাত্মক কবিতা রচনা করতেন।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে যুগসন্ধিক্ষণের কবি বলা হয়। ১৭৬০ সালে ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের মৃত্যুর মাধ্যমে মধ্যযুগের সমাপ্তি ঘটে এবং ১৮০১ সাল থেকে বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ শুরু হলেও বাংলা কাব্যসাহিত্যে ১৮৬১ সালে 'মেঘনাদবধ' প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত প্রকৃত অর্থে আধুনিকতা শুরু হয়নি।

এই একশ (১৭৬০-১৮৬০) বছর কাব্যে আধুনিকতায় পৌঁছার প্রচেষ্টা চলেছে মাত্র। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মধ্যযুগের দেব-দেবীর কাহিনী বর্জন করে ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট কবিতা লেখা শুরু করেন।

তাঁর কবিতায় সমাজচেতনা থেকে শুরু করে দেশাত্মবোধ পর্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠে। আবার তাঁর কবিতায় কবিয়াল ও শায়েরদের রচনার ঢং, পয়ার ও ত্রিপদীর ব্যবহারও লক্ষণীয়।

তাঁর মধ্যে **মধ্যযুগের কাব্য-বৈশিষ্ট্য ও আধুনিক যুগের সূচনা-বৈশিষ্ট্য সমানভাবে লক্ষ্য করা যায়** বলে তাকে যুগসন্ধিক্ষণের কবি বলা হয়।

খাঁটি বাঙালি কবি

- তাঁকে রঙ্গ ব্যঙ্গের কবি, কবিয়ালদের শেষ প্রতিনিধি, বাংলা সাহিত্যের ‘জেনাস’ বলা হয় ।
- বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে **‘খাঁটি বাঙালি কবি’** বলেছেন ।
- এতবড় প্রতিভা শুধু ইয়ার্কিতেই ফুরোলো।
- ’পাঁঠা’, ’আনারস’, ‘তোপসে মাছ’ ইত্যাদি বিষয় অবলম্বনে কবিতা লেখেন

কবিয়ালের লুপ্তপ্রায় জীবনী উদ্ধার

ঈশ্বরচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি হলো ভারতচন্দ্র রায়, রামপ্রসাদ সেন, নিধুগুপ্ত, হরু ঠাকুর ও কয়েকজন কবিয়ালের লুপ্তপ্রায় জীবনী উদ্ধার করে প্রকাশ করা।

তিনি গ্রাম গ্রামে ঘুরে বেড়াতেন এবং কবিগান বাঁধতেন। প্রায় বারো বৎসর গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে ঘুরে তিনি প্রাচীন কবিদের তথ্য সংগ্রহ ক'রে জীবনী রচনা করেছেন।

সম্পাদিত পত্রিকা

- সংবাদ প্রভাকর ✓
- সংবাদ রত্নাবলী ✓
- সাপ্তাহিক পাষণ্ড ✓
- সংবাদ সাধুরঞ্জন ✓

সংবাদ প্রভাকর

১৮৩১ সালে প্রথমে সাপ্তাহিক

পরে সপ্তাহে ২বার

১৮৩৯ সালে দৈনিক সংবাদপত্রে

পরিণত হয়

পঙক্তি

- কতরূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি, বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া (স্বদেশ)
- রসভরা রসময় রসের ছাগল
  তোমার কারণে আমি হয়েছি পাগল (পাঁটা)
- চেষ্টায় সুসিদ্ধ করে জীবনের আশা । (মানুষকে)
- ‘তুমি মা কল্পতরু আমরা সব পোষা গরু, শিখিনি শিং বাকানো’

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯ মে ১৯০৮, সাঁওতাল পরগণার দুমকা শহর, বিহার, ভারত।

পৈত্রিক নিবাস : চালবদিয়া গ্রাম, মুন্সীগঞ্জ

মৃত্যু: ৩ ডিসেম্বর ১৯৫৬।

প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

- পিতৃদত্ত নাম : প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
- ডাকনাম : মানিক। তিনি মার্কসবাদী সাহিত্যিক।
- লেখালেখি তাঁর পেশা ছিল, তাই তাঁকে 'কলম পেষা মজুর' বলা হয়।

(মার্কসবাদ কি)

মার্কসবাদ হল কার্ল মার্কসের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক দর্শন। অর্থাৎ কার্ল মার্কস দ্বারা উদ্ভূত সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক তত্ত্ব বা দর্শন যা পুঁজিবাদী এবং শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে সংগ্রামের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, তাকে মার্কসবাদ বলে ।

সহজ ভাষায় মার্কসবাদ, এটি একটি রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক তত্ত্ব যেখানে সমাজের কোন শ্রেণী নেই। সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি সাধারণ মঙ্গলের জন্য কাজ করে, এবং তাত্ত্বিকভাবে যেখানে কোন শ্রেণী সংগ্রাম নেই)

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯০৮-১৯৫৬

প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৪০ উপন্যাস, ৩০০ ছোটগল্প

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

- ঘুটঘুটে কালো ছেলেটি চার ভাইবোনের পর জন্ম নিয়েছিল গায়ের ওই রং দেখে আঁতুড় ঘরেই নাম দেওয়া হল কালোমানিক,ঠিকুজিতে নাম রাখা হয়েছিল অধরচন্দ্র, পিতার দেওয়া নাম ছিল প্রবোধকুমার যদিও প্রথম দুই নামে তাকে কেউ ডাকেন নি। গণিত ছিল তাঁর প্রিয় বিষয়,কিন্তু সাহিত্যপাঠে কখনও ছেদ পড়েনি।' সাহিত্যজীবনের শুরু থেকে আর্থিক অসচ্ছলতা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিত্যসঙ্গী।

- দারিদ্র যে কী ভয়ংকর ছিল তাদের সংসারে জানা যায় মানিকের ডায়েরির একটি পৃষ্ঠায়,স্ত্রী ডলি অর্থাৎ কমলা এক মৃত সন্তানপ্রসব করেছেন, আর মানিক ডায়েরিতে লিখছেন, 'বাচ্চা মরে যাওয়ায় ডলি অখুশি নয়। অনেক হাঙ্গামা থেকে বেঁচেছে। বলল, বাঁচা গেছে বাবা, আমি হিসেব করেছি বাড়ি ফিরে মাসখানেক বিশ্রাম করে রাঁধুনি বিদায় দেব। অনেক খরচ বাঁচবে।'

- মানিক একদিন সদর্পে ঘোষণা করেছিলেন আমি শুধু সাহিত্যিকই হব, সেই মানিকই অধ্যাপক বন্ধুর সঙ্গে তাদের বাড়িতে দুপুরে খেয়ে বলেছিলেন, 'দেখো, দুটি ডাল-ভাতের সংস্থান না রেখে বাংলাদেশে কেউ যেন সাহিত্য করতে না যায়।'সাহিত্যজীবনের শুরু থেকে আর্থিক অসচ্ছলতা তাঁর নিত্যসঙ্গী,একসময়ে কখনও-কখনও শুধুমাত্র মুড়ি খেয়েই তাঁর দিন কেটেছে,নিজেকে বর্ণনা করেছেন 'কলম পেষা মজুর' বলে ।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

তিনি প্রগতি লেখক সংঘের যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন।

তাঁর সাহিত্যকর্ম 'ফ্রয়েডিয় তত্ত্ব' দ্বারা প্রভাবিত ।

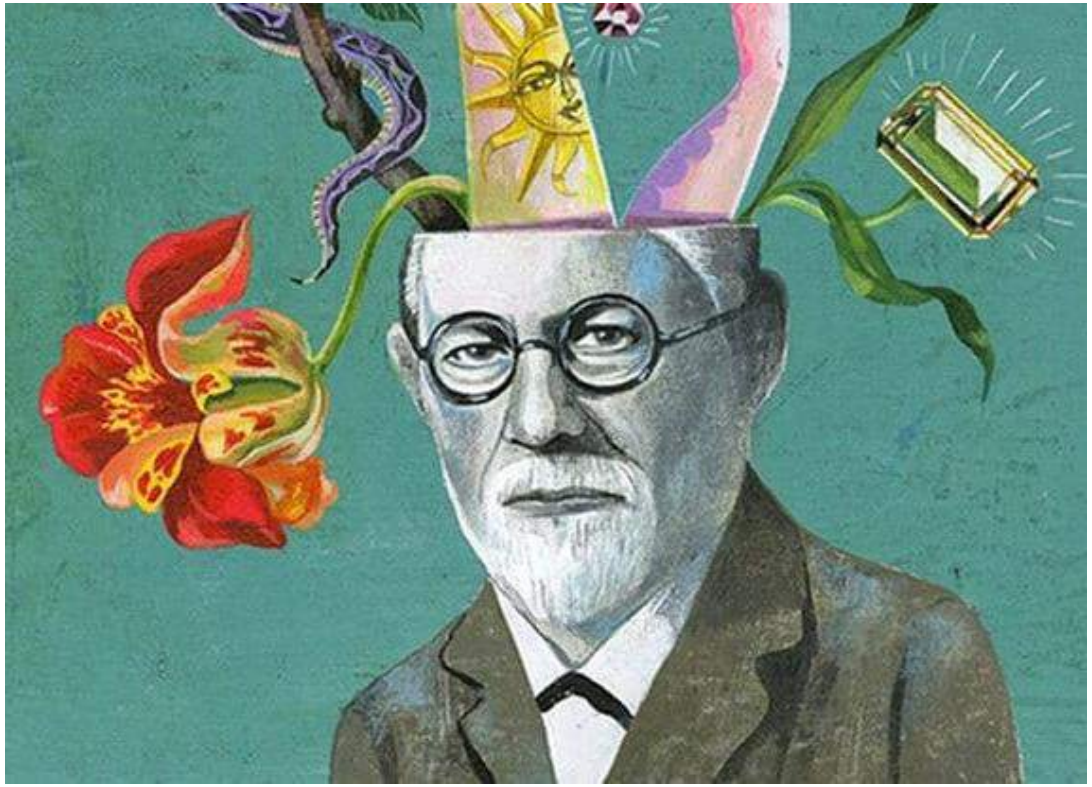

অতসী মামী ও অন্যান্য গল্প

প্রথম গল্পগ্রন্থ : অতসী মামী ও অন্যান্য গল্প

কলেজ সহপাঠীদের সঙ্গে তর্কে বাজি রেখে প্রথম গল্প : 'অতসী মামী' রচনা ১৯২৮ সালে এবং বিচিত্রা পত্রিকায় ১৯২৯ সালে প্রকাশিত হয় ।

গল্পগ্রন্থ

- অতসী মামী ও অন্যান্য গল্প
- প্রাগৈতিহাসিক
- মিহি ও মোটা কাহিনী
- সরীসৃপ, ছোট বকুলপুরের যাত্রী

গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র

ছোটগল্প	চরিত্র
আত্মহত্যার অধিকার	নীলমণি, শ্যামা ।
প্রাগৈতিহাসিক	ভিখু, পাঁচি, বৈকুণ্ঠ সাহা, পেহ্লাদবাগদী
সরীসৃপ	চারু, বনমালী, পরী
ছোট বকুলপুরের যাত্রী	দিবাকর, আন্না
সমুদ্রের স্বাদ	নীলা, অনাদি

বিখ্যাত উপন্যাস

- পুতুলনাচের ইতিকথা
- দিবারাত্রির কাব্য
- পদ্মা নদীর মাঝি

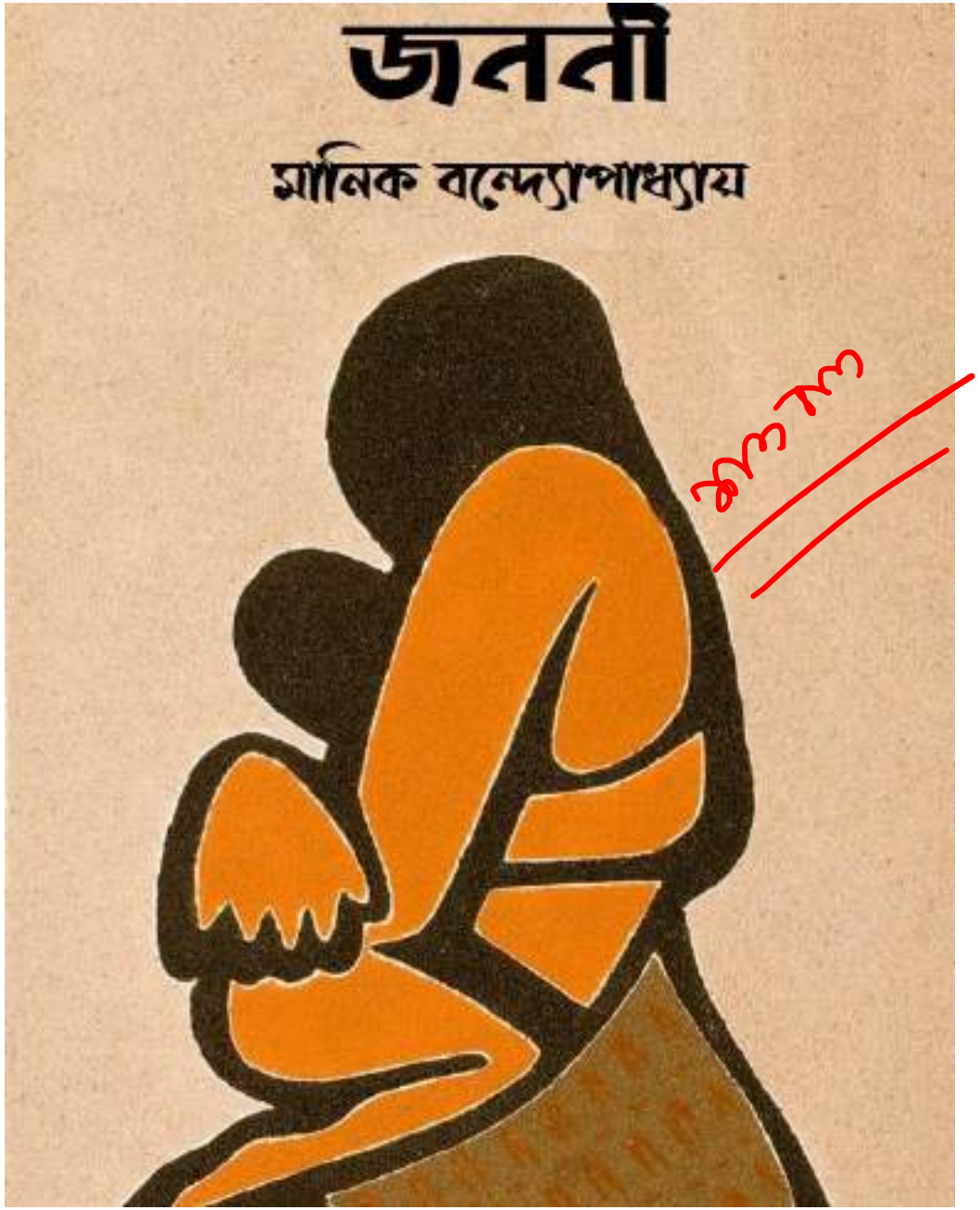

'জননী' (১৯৩৫)

- এটি তাঁর রচিত প্রথম উপন্যাস। এটি নারীর জননী-জীবনের নানা স্তর এবং সন্তানের সঙ্গে জননীর সম্পর্কের সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণমূলক উপন্যাস। চরিত্র: শ্যামা।

‘পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬)

- জেলেদের দৈনন্দিন জীবনের চালচিত্র এর উপজীব্য।
- চরিত্র: কুবের, কপিলা, মালা, হোসেন মিয়া।

পুতুলনাচের ইতিকথা (১৯৩৬)

- কলকাতার এক সাধারণ গ্রাম গাওদিয়া আর তার সাধারণ মানুষ নিয়ে এ উপন্যাসের পটভূমি। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্তের অন্তর্গত টানাপোড়েন ও অস্তিত্ব সংকট শশী চরিত্রের মাধ্যমে প্রকাশিত।
- লোকায়ত ভাষায় প্রেম নিবেদন করে কুসুম, কিন্তু শশীর কাছ থেকে সাড়া না পাওয়ায় তার আত্মিক মৃত্যু ঘটে। এ উপন্যাসে বিভিন্ন চরিত্র ক্রিয়াশীল থাকলেও তারা চারিত্রিক দৃঢ়তা নিয়ে দাঁড়াতে পারেনি,পুতুলের মতো অন্যের অল্প ধাক্কাতেই চালিত হয়েছে।
- এটি মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণমূলক উপন্যাস। চরিত্র: শশী, কুসুম।

সহরতলী

- নিম্ন মধ্যবিত্ত ও শ্রমিকশ্রেণির মানুষের জীবনের কাহিনী ও সেইসাথে প্রবৃত্তির নিরাবরণ প্রকাশ, মানুষের আচরণের বলিষ্ঠতা ও কপটতা, ঈর্ষার রূপায়ণ এ উপন্যাসের মূল সুর

মানিকের গুরুত্বপুর্ণ উপন্যাস ও চরিত্র

উপন্যাস	চরিত্র
পুতুলনাচের ইতিকথা (শ্রেষ্ঠ উপন্যাস)	শশী, কুসুম, কুমুদ, মতি
দিবারাত্রির কাব্য	হেরম্ব, আনন্দ ।
সহরতলী	যশোদা, মতি, সুধীর, জগৎ, ধনঞ্জয়
পদ্মানদীর মাঝি	কুবের, কপিলা, মালা, রাসু ।
জননী	শ্যামা, শীতল ।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদিত পত্রিকা

- নাবারুণ (সম্পাদক)
- বঙ্গশ্রী (সহসম্পাদক)

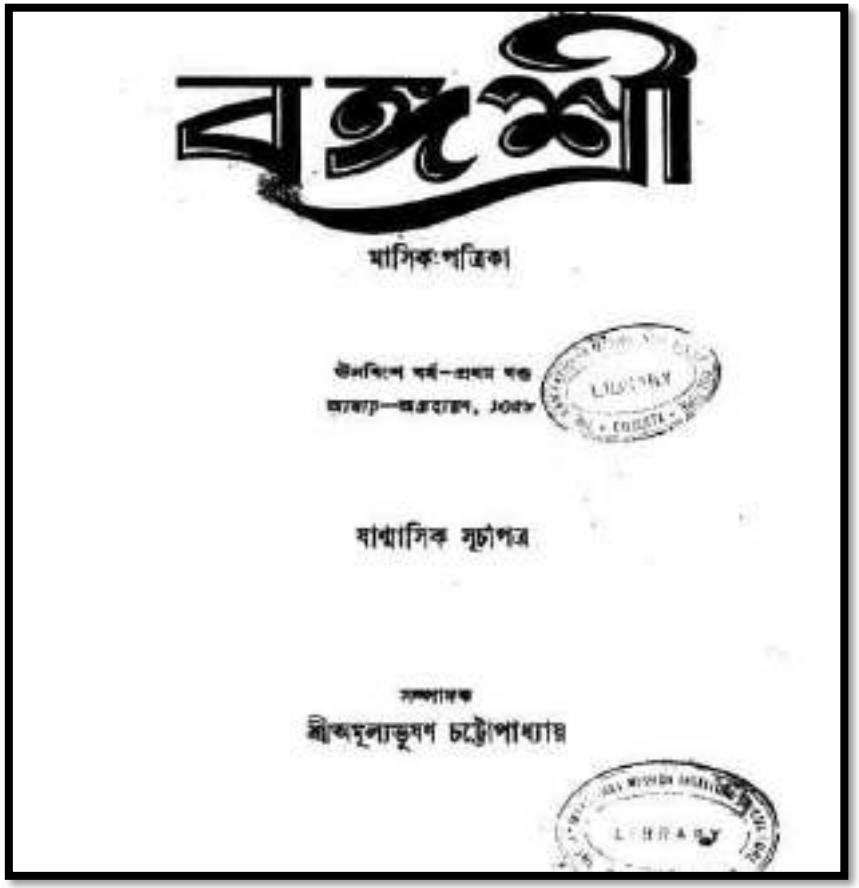

নাটক

ভিটেমাটি

P2A

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৯৪-১৯৫০

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

- ১২ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪, ঘোষপাড়া, মুরারিপুর গ্রাম (মাতুলালয়), কাঁচরাপাড়া ।
- পৈত্রিক নিবাস : ব্যারাকপুর, উত্তর চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ । মৃত্যু : ১ সেপ্টেম্বর ১৯৫০

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

আত্মজীবনী: তৃণাঙ্কুর (১৯৪৩)।

স্মৃতিকথা: অভিযাত্রিক

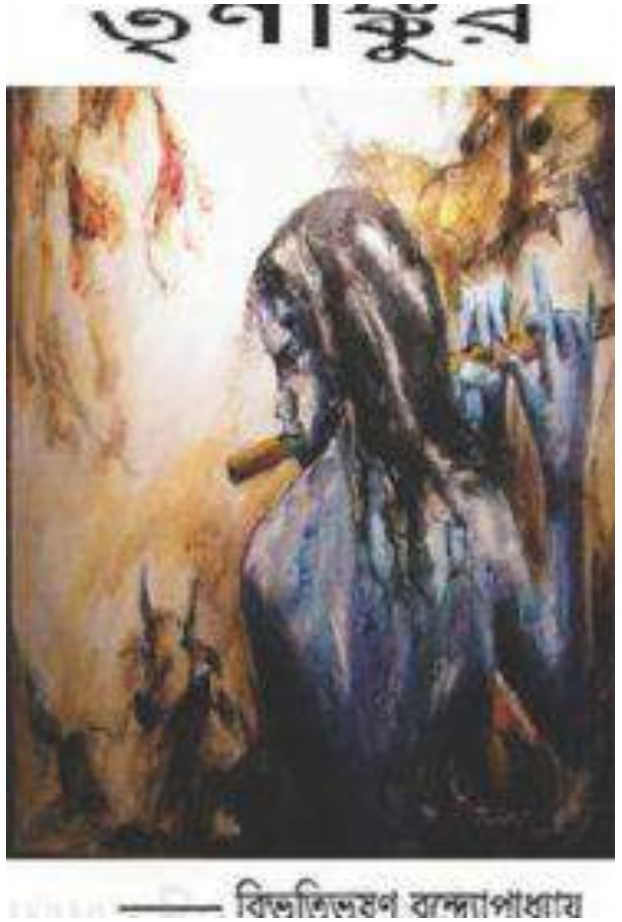

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পগ্রন্থ

৪৫

মেঘমল্লার,

মৌরীফুল,

যাত্রাবদল,

কিন্নর দল,

পুঁইমাচা

ভ্রমণকাহিনি

অভিযাত্রিক, বনে পাহাড়ে

উপন্যাস

- আদর্শ হিন্দু হোটেল- কেন্দ্রীয় চরিত্র হাজারী ঠাকুর
- আরণ্যক - অরণ্যাচারী মানুষের জীবন
- অশনি সংকেত – পঞ্চাশের মন্বন্তর
- বিপিনের সংসার -
- দুই বাড়ি
- পথের পাঁচালী-অপু, দুর্গা
- অপরাজিত -অপু
- ইছামতী

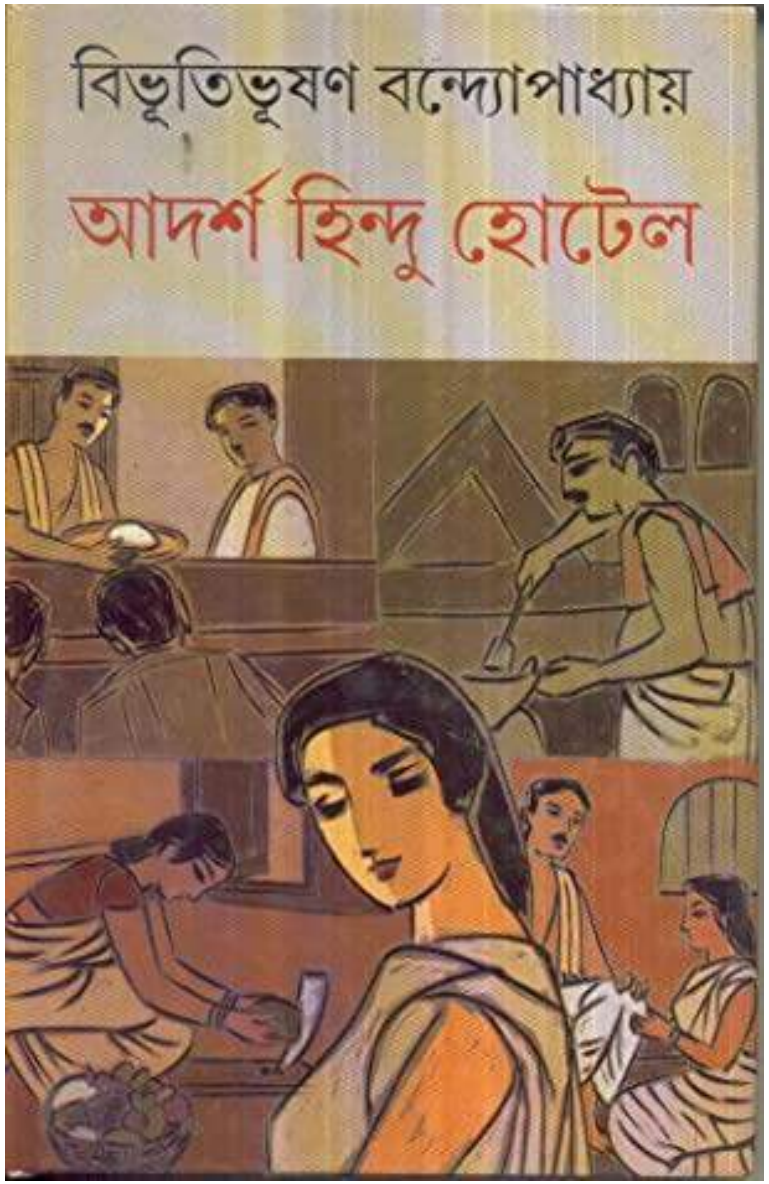

পথের পাঁচালী

প্রথম উপন্যাস 'পথের পাঁচালী' (১৯২৯) ।

চরিত্র : অপু, দুর্গা, হরিহর, সর্বজয়া, ইন্দির ঠাকরুন

এটি প্রথম প্রকাশিত হয়: 'বিচিত্রা' পত্রিকায়।

এ উপন্যাস অবলম্বনে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন : সত্যজিৎ রায়, উপন্যাসটি ইংরেজি ও ফরাসি ভাষায় অনূদিত হয়।

উপন্যাসটির অংশ তিনটি : বল্লালী বালাই,আম আঁটির ভেঁপু, অক্রুর সংবাদ ।

পথের পাঁচালী দ্বিতীয়খণ্ড বলা হয়: 'অপরাজিত' কে।

অপরাজিত

- এটিকে 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ড বলা হয়। উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে মাসিক 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাকারে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয় ১৯৩১ সালে (১৩৩৮)। 'আলোক সারথী' নামে এ উপন্যাসটির প্রথমে নামকরণ করা হয়েছিল।
- উপন্যাসের নায়ক অপুর শৈশব ও কৈশোর জীবন, মা সর্বজয়ার মৃত্যু, অপর্ণার সাথে বিবাহ ও শিশুপুত্র কাজলের মাধ্যমে পুনরায় প্রিয় শৈশবের প্রিয় গ্রাম নিশ্চিন্দিপুরের স্মৃতিমন্থন এ উপন্যাসের মূল কাহিনী। অপরাজিত উপন্যাসের একটি অংশ নিয়েই সত্যজিৎ রায় **'অপুর সংসার'** সিনেমা তৈরি করেছেন।

আরণ্যক (১৯৩৮)

- এ উপন্যাসে প্রাধান্য পেয়েছে অরণ্যাচারী মানুষের জীবন। ভাগলপুরের নিকটবর্তী বনাঞ্চলের মানুষের জীবনের সাথে প্রকৃতির সম্পর্কের টানাপোড়েন, বিচিত্র চরিত্র, তাদের সুখ-দুঃখ, আশা-আনন্দ এ উপন্যাসের মূল কাহিনী।

আদর্শ হিন্দু হোটেল

- এ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র হাজারী ঠাকুরের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে প্রতিষ্ঠা লাভ এবং মানুষের ভালোবাসা অর্জনের কাহিনীই এ উপন্যাসের মূল বিষয় ।

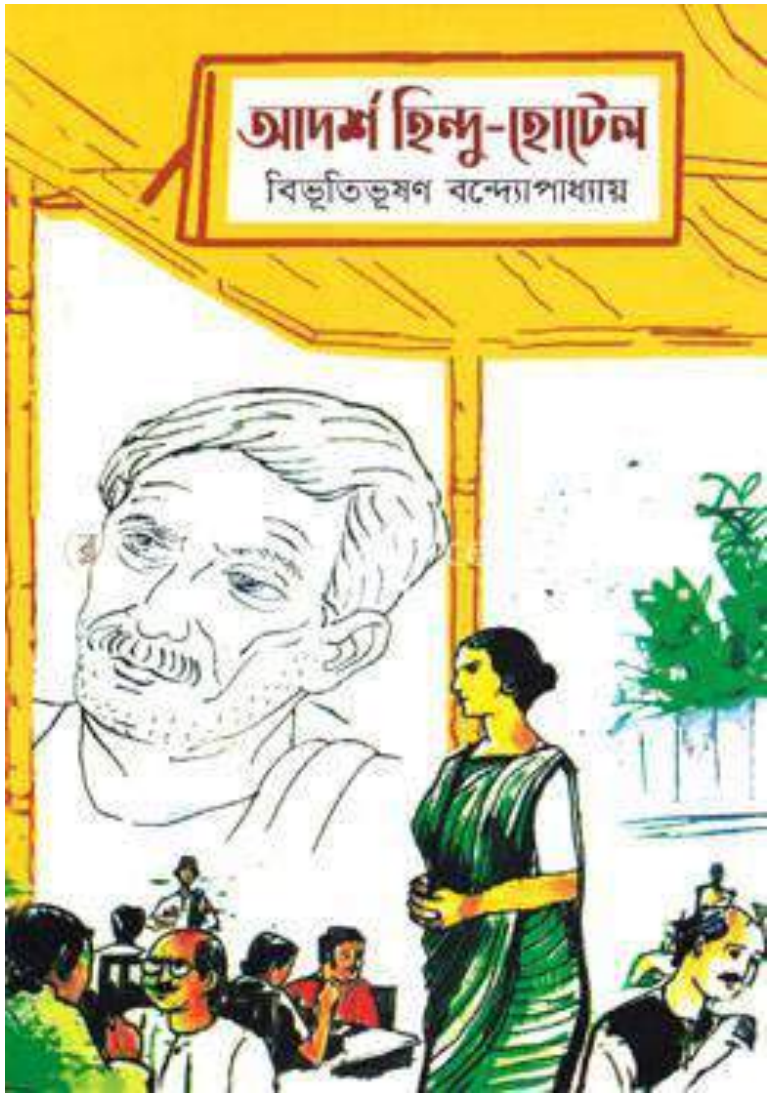

আদর্শ হিন্দু হোটেল

- হাজারি ঠাকুর, একজন মধ্যবয়সী বাঙালি ব্রাহ্মণ উপন্যাসটির প্রধান চরিত্র। পেশায় তিনি রাঁধুনী, রানাঘাট স্টেশনের রেল বাজারে বেচু চক্রবর্তীর ছোট খাবার হোটেলে কাজ করেন। হোটেলের বিক্রেতারা প্রায়শই প্রতারণা করত, বিশেষ করে হোটেলের ঝি পদ্ম অহরহ হোটেলের খাবার চুরি করত। হাজারি ঠাকুর এগুলোর বিপক্ষে হলেও কেবল রাঁধুনী হওয়ায় তাঁর কিছু বলার অধিকার ছিল না । তাছাড়া পদ্ম ঝি তাঁকে সুযোগ পেলেই উপহাস ও অপমান করত। ফলে হাজারি ঠাকুর তাঁর নিজের হোটেল চালু করার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন।
- ঘটনাক্রমে একদিন হোটেলের বাসন চুরি হয়ে যায় এবং পুলিশ নির্দোষ হাজারি ঠাকুরকে গ্রেপ্তার করে। একইসাথে তাঁর চাকরিও চলে যায়।
- চোরের অপবাদ ঘাড়ে হতোদ্যম হাজারি ঠাকুর বেরিয়ে পড়েন ভাগ্যান্বেষণের আশায়। তবে তাঁর মনে অটুট থাকে নিজের একটি হোটেল খোলার স্বপ্ন। নতুন করে শুরু হয় হাজারি ঠাকুরের জীবনসংগ্রাম।
- বহুদেশ ঘুরে অভিজ্ঞ হাজারি ঠাকুর নিজের মেয়ের মতন ঘোষ গোয়ালিনী কুসুম, গ্রামের অবস্থাপন্ন হরিচরণবাবুর মেয়ে অতসী এবং একজন অপরিচিত গৃহবধূর কাছ থেকে ঋণ নিয়ে অবশেষে নিজের হোটেল খুলতে সক্ষম হন। এখানে তিনি তাঁর নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে যোগ করেন নিজের সর্বোচ্চ পরিশ্রম। ফলে সামান্য সময়ের মধ্যেই তার হোটেলটি এলাকার সবচেয়ে জনপ্রিয় হোটেলে পরিণত হয়।
- উপন্যাসের শেষে হাজারি ঠাকুরের জনপ্রিয়তা রানাঘাট থেকে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। বোম্বাইয়ের বিশাল হোটেল পরিচালনার জন্য ডাক পড়ে তাঁর। হাজারি ঠাকুর রওনা দেন বোম্বাইয়ের পথে, পেছনে পড়ে থাকে তার সংগ্রাম মুখর দিনগুলো।

ইছামতি

- ইছামতি নদীর তীরবর্তী গ্রামে প্রচলিত সংস্কার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে নারী জাগরণ, ইংরেজ শাসকদের প্রভাবে কৃষিনির্ভর বাঙালির বাণিজ্য চেতনা এবং নীলচাষের প্রতিবাদ, নদীর তীরবর্তী মানুষের জীবনকথা এ উপন্যাসের আলেখ্য।

অশনি সংকেত

এ উপন্যাসটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে সৃষ্ট পঞ্চাশের মন্বন্তরের প্রেক্ষাপটে রচিত। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজের গ্রাম ব্যারাকপুর ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল এবং বনগ্রাম মহকুমা শহর এ উপন্যাসের ক্ষেত্রভূমি। অতিরিক্ত মুনাফার লোভে বাঙালি কৃষিজীবীরা কেমন হন্য হয়ে উঠেছিল, তারই প্রামাণ্য চিত্র এ উপন্যাস। চলচ্চিত্রে অভিনয়ের জন্য বাংলাদেশের চিত্রনায়িকা ববিতাকে চলচ্চিত্রে ডক্টরেট ডিগ্রি দেয়া হয়।

চলচ্চিত্র

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথের পাঁচালী, অপরাজিত, অশনি সংকেত উপন্যাস গুলি সত্যজিৎ রায় চলচ্চিত্রের রূপ দেন।

পথের পাঁচালী দেশে বিদেশে প্রশংসিত হয়, এনে দেয় প্রচুর প্রশংসা

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ম : ২৩ আগস্ট ১৮৯৮, লাভপুর, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ।

মৃত্যু: ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭১, কলকাতা ।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস

ধাত্রীদেবতা

একটি কালো মেয়ের কথা

গণদেবতা

মন্বন্তর

পঞ্চগ্রাম

কবি

হাঁসুলীবাঁকের উপকথা

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

- চৈতালি ঘূর্ণি (১৯৩১): এটি তাঁর প্রকাশিত প্রথম উপন্যাস

- ধাত্রীদেবতা: ক্ষয়িষ্ণু জমিদার বংশকে কেন্দ্র করে দেশের সমাজ ও রাজনৈতিক জীবনের নানা আন্দোলন ও পরিবর্তন এ উপন্যাসের উপজীব্য।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

ত্রয়ী উপন্যাস : ধাত্রীদেবতা (১৯৩৯), গণদেবতা (১৯৪৩), পঞ্চগ্রাম (১৯৪৪)।

আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস : 'কালান্তর' (১৯৫৬)।

কবি

- ডোম সম্প্রদায়ের নিতাই এক যুবকের কবি রূপে প্রতিষ্ঠা এবং দুটি নারীর সঙ্গে সম্পর্ক বিষয়ক উপাখ্যানই এ উপন্যাসের মূল বিষয়।

- এই খেদ আমার মনে, ভালবেসে মিটলোনা সাধ, কুলালোনা এই জীবনে। হায়! জীবন এত ছোট কেনে? এই ভুবনে।

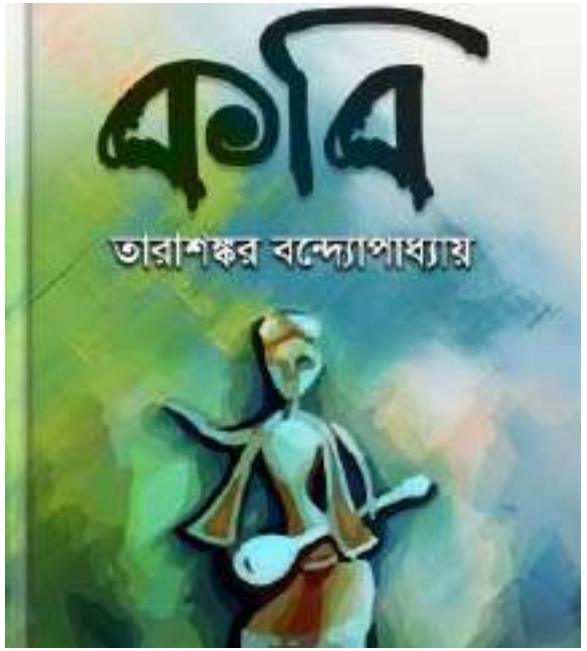

- 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' :

  কাহার/পালকী বাহকদের জীবন কাহিনি নিয়ে লেখা।

- চরিত্র : করালী, মোড়ল, বানোয়ারি ।

P2A

একটি কালো মেয়ের কথা

নাজমা

এটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী নিয়ে রচিত। এর কেন্দ্রীয় চরিত্র নাজমা নামে কালো একটি মেয়ে। ১৯৭১ সালে এটি প্রকাশ পায়। গল্পের নায়ক ডেভিড আর্মস্ট্রং। উপন্যাসের ঘটনাকাল একাত্তরের মার্চ-এপ্রিল, ঘটনাস্থল পূর্ব বাংলা।

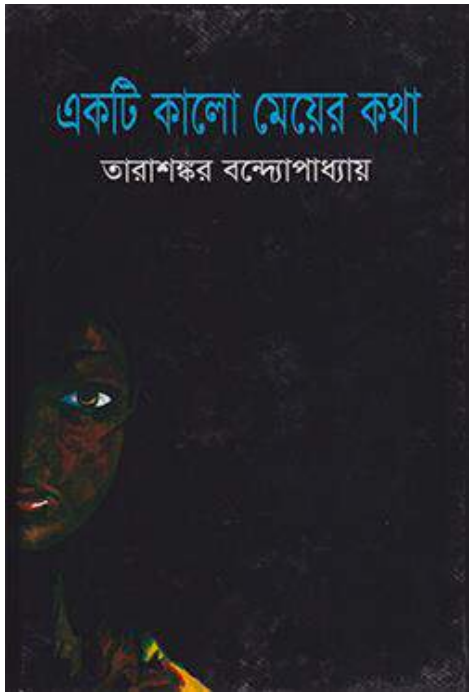

বংশপরিচয়ে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান হয়েও ঘটনাচক্রে পূর্ব বাংলায় এসে পড়ে ডেভিড! এ দেশের প্রকৃতি, ভাটিয়ালি গানের সুরে মুগ্ধ ডেভিড বিয়ে করে মায়াকে। কিন্তু হঠাৎ মায়াকে হারিয়ে সন্ন্যাসীর মতো হয়ে পড়ে ডেভিড। তার ব্যক্তিগত জীবনের কাহিনি ও অনুভূতির প্রকাশের আড়ালে মূর্ত হয়ে উঠতে থাকে সেই সময়কার ভয়ানক অবস্থা। লেখক পঁচিশে মার্চের সেই দীর্ঘ ভয়ানক রাতের নৃশংসতার বিবরণ তুলে ধরেছেন, যেটা পড়তে পড়তে চোখের সামনে ভেসে ওঠে সারিবদ্ধ উলঙ্গ নারীদের রাস্তায় ফেলে ধর্ষণ, ধর্ষণের পর গুলি করে হত্যা, পেট কেটে ফেলে রাখা, নগ্ন শরীরে আকাশের দিকে মুখ করে পড়ে থাকা মৃতদেহের দৃশ্য।

সে রাতের পর পালাতে গিয়ে ডেভিডের দেখা হয় পূর্বপরিচিত নাজমার সঙ্গে। এরপর নাজমাকে একটা নতুন জীবন দেওয়ার অঙ্গীকারে সে ছুটে চলে। শেষ পর্যন্ত নাজমা নামের এই আশ্চর্য কালো মেয়েটি হয়ে ওঠে ১৯৭১-এর পূর্ব বাংলার নির্যাতিত-নিপীড়িত মা-বোনদের প্রতীক।

- মৃত্যু শিয়রে রেখে তিনি ‘একটি কালো মেয়ের কাহিনী’ এবং ‘সুতপার তপস্যা’ নামে দু’খানি ছোট উপন্যাস লেখেন। মুক্তিসংগ্রামের চূড়ান্ত পর্যায়ে তখনকার পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী যে নিধনযজ্ঞ ঘটিয়েছিল তার বিবরণ একটি কালো মেয়ের কাহিনীতে বর্ণিত হয়েছে। এবং এখানে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে যে বাংলাদেশ স্বাধীন হবেই। রোগশয্যায় শুয়ে শুয়ে এ উপন্যাসখানি লেখা।

- অন্য উপন্যাস ‘সুতপার তপস্যা’ পশ্চিম বাংলার অস্থির সময়ের গল্প। রক্ত ঝরছে দুই জায়গাতেই। মুক্তিযুদ্ধে ঝরছে এই বাংলার মানুষের রক্ত। পশ্চিম বাংলাতেও ঘটছে তা-ই। কিন্তু তার পটচিত্র আলাদা। সেই অস্থির সময়ে পশ্চিম বাংলায় রাজনৈতিক স্থিতি ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছিল। কংগ্রেস শাসনে আস্থা নেই, অথচ প্রায় গোটা ভারতবর্ষেই কংগ্রেস শাসন চলছে। পশ্চিম বাংলায় নকশাল আন্দোলন এবং বাম রাজনীতির ছিন্নভিন্ন অবস্থা। মরিয়া হয়ে সবাই লড়ছে। রক্ত ঝরছে মানুষের। ভূমিকম্পে মজবুত ইমারতের যেমন ফাটল ধরে যায় এ রকম নানামুখী হানাহানিতে পশ্চিম বাংলাতেও সব কিছু ধ্বসে পড়ার লক্ষণগুলি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই অবস্থাটিকে সামনে রেখেই তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা করেন ‘সুতপার তপস্যা’।

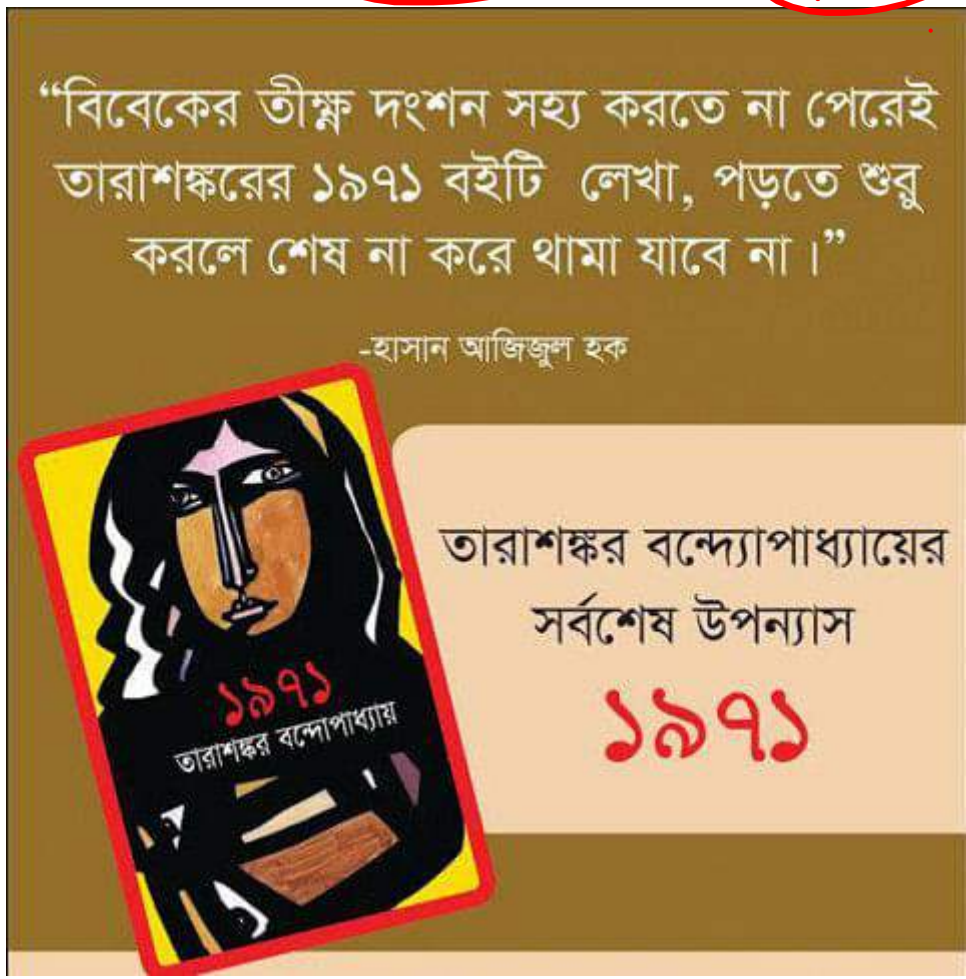

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

স্মৃতিকথা : আমার সাহিত্য জীবন

কাব্যগ্রন্থ : ত্রিপত্র ।

ভ্রমণকাহিনি : 'মস্কোতে কয়েক দিন'

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

নাটক : পথের ডাক, দুই পুরুষ, কালিন্দী

গল্প :

রসকলি (চরিত্র: মাধুকরী, পুলিন, মঞ্জুরী)

তারিণী মাঝি (চরিত্র: তারিনী, সুখী)

তিন সম্প্রদায়